মুজিবনগরে আমিরুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর ১ আসনের ধানের শীষের মনোনয়ন প্রত্যাশী, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নে বিএনপি চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়নসহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন।

রবিবার বিকালে বৃষ্টির মধ্যেও কয়েক শত মোটরসাইকেল ও বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী নিয়ে গণসংযোগে অংশ নেন তিনি। গণসংযোগের উদ্দেশ্যে বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া ও সোনাপুর গ্রামে পৌঁছালে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান।

তিনি বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া, সোনাপুর ও মাঝপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ, পথসভা এবং ৩১ দফা দাবি সংবলিত লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে, যাতে দেশ ও জাতির উন্নয়নের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়।

গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ
বাগোয়ান ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম বিএনপি নেতাকর্মী, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাহবুব-উল আলম, সহকারী শিক্ষক দিলরুবা পারভীন, মানিকনগর ডি.এস. আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক শামীমা আক্তার, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান, এবং ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জিমিনি খাতুন।

এর আগে সকালে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়।

মেহেরপুরে প্রথম আলো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কালবেলা প্রতিনিধির মামলা

দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রথম আলোর স্থানীয় প্রতিনিধি আবু সাঈদের বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকার মানহানির মামলা করেছেন।

আজ রবিবার (৫ অক্টোবর) মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাঃ নাসির উদ্দিন ফরাজি মামলাটি গ্রহণ করে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আবেদনে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ প্রতিহিংসাবশত ও ইচ্ছাকৃতভাবে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহীনকে রাফির বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করেন। ওই তথ্যের ভিত্তিতে শহিদুল ইসলাম ফেসবুক লাইভে এসে রাফিকে নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ, মশকরা ও মানহানিকর বক্তব্য দেন। লাইভে তিনি দাবি করেন, রাফি অনলাইন ক্যাসিনো এজেন্টের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। তবে পরে আরেকটি লাইভে এসে শহিদুল স্বীকার করেন, তথ্যটি তাকে দিয়েছেন আবু সাঈদ, কিন্তু কোনো প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি।

খান মাহমুদ আল রাফি তার আরজিতে উল্লেখ করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মেহেরপুরে অনলাইন জুয়া ক্যাসিনো নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন। এর প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সিআইডি একাধিকবার তাকে ডেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে এবং অনলাইন জুয়া প্রতিরোধ আইনের সংশোধনেও তার রিপোর্ট প্রভাব ফেলেছে।

রাফির দাবি, তার এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আবু সাঈদ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং পেশাগত সুনামে আঘাত হেনেছে। এর ফলে তাঁর এবং তার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। তিনি মানহানির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ লাখ টাকা দাবি করেছেন।

মামলার সাথে ফেসবুক লাইভের ভিডিও, ভয়েস রেকর্ড ও চ্যাট কনভার্সেশন আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে।

মামলায় বাদী পক্ষে মিজানুর রহমান, মোখলেসুর রহমান স্বপন ও সেলিম রেজা কল্লোল আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

এ ঘটনায় দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, ‘সারাদেশেই মফস্বল পর্যায়ের সাংবাদিকদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ির একটা নোংরা খেলা সব সময় চলতে থাকে। যেগুলোর কোন ভিত্তি থাকেনা। প্রতিহিংসাবশত অন্যের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই এগুলো করা হয়। এই নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ আমি আইনের আশ্রয় চেয়েছি।’

এ বিষয়ে প্রথম আলো প্রতিনিধি আবু সাঈদ বলেন, যেহেতু বিষয়টি আদালতে গড়িয়েছে, আদালতের মাধ্যমেই মোকাবেলা করা হবে।”

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ধর্ষণ মামলার আসামিসহ গ্রেফতার ৯

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রবাসীর স্ত্রী ধর্ষণ মামলার এক আসামিসহ মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে

জুয়া আইনের ৬ জন ও মাদক আইনের ২ জন আসামি রয়েছে।

এ সময় জুয়াড়িদের কাছ থেকে ৫৪ হাজার টাকা, হেরোইন ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

শনিবার দিবাগত রাতে থেকে রবিবার (৫ অক্টোবর) ভোর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল রবিবার দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, ধর্ষণ মামলার আসামি গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের ওহাব শাহের ছেলে জামাল উদ্দিন। জুয়া আইনের মামলায় গ্রেফতাররা হলেন সাহারবাটি গ্রামের আইনাল মালিথার ছেলে জিহান (৩০), আব্দুল হালিমের ছেলে মাসুদুর রহমান (৩৫), মৃত উসমান কারিগরের ছেলে ইমাদুল ইসলাম (৪৫), মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে মফিজুর রহমান (৪৫), মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে আসাদুল হক (৩৬) এবং সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে বাবুল হোসেন।

এছাড়া মাদক মামলার আসামি হিসেবে গ্রেফতার হয়েছেন কাজিপুর গ্রামের মঙ্গল আলীর ছেলে জুনায়েদ হোসেন (২৩) এবং নিশিপুর গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে মাসুদ রানা।

মাদক কারবারি মাসুদের কাছ থেকে একশ গ্রাম হেরোইন ও জুনায়েদের কাছ থেকে ১০টি ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট জব্দ করা হয়েছে।

এদের মধ্যে ধর্ষণ মামলার আসামি জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মামলা নং ০৮, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং দায়ের করা হয়েছে। জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে মামলা নং ০৯, তারিখ ০৫/১০/২৫ ইং, ধারা ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩ ও ৪ অনুযায়ী করা হয়েছে।
এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে আসামিদের আদালতে হাজির করলে আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মুজিবনগরে পানি বন্দি ১০টি পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন

পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পচা ও তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত বদ্ধ পানি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মশা উৎপাদনের উৎসস্থল, বিষধর সাপের উৎপাতসহ নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের ফরিদপুর পাড়ার পানিবন্দি ১০টি পরিবার। এদের যেন দেখার কেউ নেই, খোঁজ নেওয়ারও কেউ নেই।

চেয়ারম্যান-মেম্বারকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সরাসরি গিয়ে দেখা যায় চলাচলের রাস্তায় পচা দুর্গন্ধময় হাঁটুপানি। সেই পানিতে পরিবারের সদস্যরা ও শিশুরা চলাফেরা করছে।

পানিবন্দি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আনন্দবাস গ্রামের মৃত শ্রী অনন্ত মণ্ডলের ছেলে ডোবার মণ্ডল ও খোকা মণ্ডল তাদের বাড়ির পাশের ডোবাটি ভরাট না করে রেখেছেন। তারা উঁচু জায়গায় বসবাস করলেও পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা করেননি। এর ফলে প্রতি বছর বর্ষাকালে অপর পাশের প্রায় ১০টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। পানিতে গরু-ছাগলের মলমূত্র মিশে পচে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায়। এই পানিতে মশা-মাছি ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপের বাস।

স্থানীয়রা জানান, পানির দুর্গন্ধে খাওয়া-দাওয়া করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘরের ভেতরেও পানি ঢুকে পড়ে। রাতে ভয়ে ঘুমানো যায় না। বাচ্চাদের নিয়ে সর্বদা আতঙ্কে থাকতে হয় যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

হাঁটুপানিতে বসবাস করছেন স্বামী পরিত্যক্ত শহিদা খাতুন, মৃত সবুর আলীর মেয়ে। ডোবার পাশেই তার ছোট্ট একটি নড়বড়ে টিনের ঘর। আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তিনি একাই সেখানে থাকেন। সরেজমিনে দেখা যায়, তার ঘরের ভেতরেও পানি জমে আছে। পানির ওপর একটি চৌকির ওপর তিনি কষ্টের জীবনযাপন করছেন। রান্না করা বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর কোনো জায়গা তার নেই।

তিনি জানান, খুব কষ্টে পোকামাকড়ের মধ্যে থাকি। মেম্বার-চেয়ারম্যানকে বলেছি, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কেউ। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি দ্রুত যেন এই কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পানিবন্দি আরেক পরিবারের গৃহবধূ নুরজাহান খাতুন, স্বামী মোজাফফর আলী, বলেন, আমরা খুব কষ্টে আছি। বাড়ির ভেতরেও পানি, পেছনেও পানি। ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুর্গন্ধে খাওয়া-দাওয়া করা যায় না। আমার ছয় মাসের একটি শিশু আছে ভয় হয়, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুক, যাতে আমাদের স্বাভাবিকভাবে বসবাস সম্ভব হয়।

প্রতিবেশী শহিদুল ইসলাম বলেন, ওদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। ছোট বাচ্চারা কোমরসমান পানিতে হেঁটে স্কুলে যায়। বাড়ির মহিলারা হাঁটুপানিতে চলাচল করে। পানিতে তীব্র দুর্গন্ধ, মশার উপদ্রব, মাঝে মাঝে বিষধর সাপও দেখা যায়। আমার অনুরোধ, প্রশাসন যেন দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিয়ে তাদের একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল বলেন, সাংবাদিকদের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরেছি। আমি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের গ্রাম পুলিশকে সেখানে পাঠাচ্ছি পরিবারের খোঁজখবর নিতে। পরে ইঞ্জিনিয়ারসহ রাস্তাটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমঝুপিতে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ ও পথসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে গণসংযোগ ও পথসভা করেছে বিএনপি। গতকাল শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে গণসংযোগ ও পথসভা

করা হয়।

আমঝুপি বাজার থেকে একটি মিছিল বের হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে সেখানে পথসভা করা হয়। পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, জেলা তাতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু প্রমুখ। এ সময় সেখানে বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন অ্যাড. কামরুল হাসান

অসুস্থ ও দুস্থ রোগীদের খোঁজখবর নিলেন জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান। বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দৌড় দৌড়ায় পৌঁছে দিতে মেহেরপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ফ্রি চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ সহ পাশাপাশি হাসপাতাল পরিদর্শন করে রোগীদের খোঁজখবর নিচ্ছেন তিনি।

গতকাল শনিবার সকাল দশটায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি অসহায় ও দুস্থ রোগীদের খোঁজখবর নেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মনা সহ বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ধানের শীষের সমর্থনে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের গণসংযোগ

মেহেরপুরে ধানের শীষের সমর্থনে গণসংযোগ করেছেন পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

গতকাল শনিবার বিকেলে শহরের কাথুলী বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তিনি গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেন এবং ৫নং ওয়ার্ডের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও মতবিনিময় করেন।

পরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, সারা বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি অনেক হাইব্রিডদের আনাগোনা। যারা ১৬ বছরে ১৬ সেকেন্ডের জন্য শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি, দলীয় কোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেনি, আজকে সেই গর্তের ভেতরের শেয়াল সিংহ সাজতে চাইছে। যারা জনগণের সাথে ছিল না, জনগণের দুঃখ-কষ্টের সাথে ছিল না, তারা আজকে ধানের শীষের নমিনেশন নিতে চাইছে।

অবৈধ টাকার জোরে আজকে তারা নির্বাচন করতে চাইছে। মেহেরপুরের মানুষ জানে কারা মানুষের সঙ্গে ছিল, কারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করছে, তা মানুষ জানে।

গণসংযোগে পৌর বিএনপি’র সাবেক দপ্তর সম্পাদক ও ৫নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, সাবেক সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম তানু, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসানাত সুজন, মোকসেদ আলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেছেন, অনিতিবিলম্বে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সকল ধরণের অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ২০২৩ সালের মার্চে সরকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের দু পাশে অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তির কলকাঠি নাড়ানোর কারনে কয়েকটি দোকান ভাঙ্গার পর উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। গাংনী থেকে কুষ্টিয়াগামী রাস্তার বাম পাশের একটি বড় সংখ্যক অবৈধ স্থাপনা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন কারনে সেগুলো এখনো অপসারণ করা হয়নি প্রশাসনের কাছে সে প্রশ্ন করেন তিনি।

প্রশাসনকে তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরে রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ করার দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে একথা বলেন তিনি।

আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশলী রাশিদুল ইসলাম বোরহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী এ্যাট্রনি জেনারেল আ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা রুহুল আমিন, এনসিপির জেলা সংগঠক মোজাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরোয়ার হোসেন, জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাকিল আহমাদ আরও বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের অবৈধ স্থাপনা না ভাঙ্গার জন্য কারা কারা কত টাকা লেনদেন করেছেন সে বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য

রয়েছে। অবৈধ স্থাপনা কেনো ভাঙ্গা হয়নি জনগণের কাছে তার জবাবদিহিতা করতে হবে। জবাবদিহিতা না করলে কার কাছে কত টাকা খেয়েছেন কারা কারা খেয়েছেন সেটাও প্রকাশ করা হবে। সেদিন পালাতে হবে।

রাস্তার দুপাশে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ না করা প্রসঙ্গে সাকিল আহামদ বলেন, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে বিভিন্ন সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা অবৈধ স্থাপন উচ্ছেদ অভিযানন বন্ধের সাথে জড়িত।

সাকিল আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যতগুলো বড় রাস্তা বাস্তবায়ন হচ্ছে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ তার মধ্যে একটি। রাস্তাটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। যার কারণে, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ রাস্তাটিতে চলতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে থাকলে এই ঠিকাদার কাজটি করতে পারবেনা। পরে ২/৪ বছর এই রাস্তার কাজ করা সম্ভব হবেনা। ফলে এলাকার মানুষের দূর্ভোগ আরও বাড়বে।

তিনি সড়ক বিভাগকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, আগামীকাল থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে শেষ হতে হবে। এই রাস্তা নির্মাণের মুল সমস্যা তৈরী হয়েছে ইন্টারসেকশন নিয়ে। এই ইন্টারসেকশনের সমাধানও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হতে হবে।

তিনি জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করেন ঠিকাদারকে তাগাদা দিয়ে রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য। রাস্তা নির্মাণ কাজ কেউ বাঁধা দিলে জনগনকে সাথে নিয়ে লাঠি নিয়ে দাাঁড়িয়ে থাকা হবে।

তিনি বলেন, কেউ অর্থনৈতিক বা অন্যকোনো সুবিধা নেওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ বাঁধাগ্রস্থ করতে চাই তাদের আমরা হুশিয়ারী করতে চাই, আপনারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা।

তিনি বলেন, যে জণগন ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ভয় পাইনি, সেই জণগন আপনার চোখ রাঙানি কিম্বা হুমকি ভয় পাইনা।

গাংনী পৌর সভার ড্রেন নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে সাকিল আহমাদ বলেন, পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নির্মাণে আকাঁ বাঁকা সাপের মত করা হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন “ বাড়ির সামনে ভাঙবোনা দাও টাকা, বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মাণ না করে ড্রেন অন্যদিকে চাপিয়ে দেবো

দাও টাকা। যারা এসব কাজের সাথে জড়িত তাদের ফিরে আসার অনুরোধ করেন তিনি। তিনি বলেন, আপনারা জণগনের ও এলাকার উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা। আপনারা গাংনীর জণগন ও উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়ালে প্রতিহত করবে।

তিনি তিনটি দাবী জানিয়ে বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকাশ করুন রাস্তার পাশে আপনাদের যে জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে কেনো ভাঙ্গা হয়নি? যেসব অবৈধ স্থাপনা রয়েছে অনতিবিলম্বে তা অপসারণ করতে হবে। আগামীকাল থেকে মুল রাস্তার কাজ শুরু হতে হবে। মুল রাস্তার কাজ শুরু হলে ইন্টারসেকশনের কাজ শেষ করতে হবে। এখানকার ব্যবসায়ীদের ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো প্রকার অনৈতিক সুবিধা না দিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ সব ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। সেখানে কেউ বাঁধা দিলে জণগনের সাথে তাঁদের লড়াই বাঁধবে। কেউ ভয় পাবেননা। ভয় পাওয়ার দিন শেষ। এখন পরিবর্তনশীল বাংলাদেশে পরিবর্তণ চাই। কোনো লেজুড়বৃত্তি ও চাঁদাবাজদের ভয় পাবেননা।

উল্লেখ্য, প্রায় সাড়ে ৬ শ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে হলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। ফলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।